High Commission for the
People's Republic of Bangladesh
57 Culgoa Circuit, O'Malley
ACT 2606, Canberra, Australia.

Tel-61-2-6290-0511/0522/0533
Fax-61-2-6290-0544
Email: hoc@bhcanberra.com
Web: www.bhcanberra.com

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

(২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৩)

মহান একুশ পালন

মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষা সংরক্ষনের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহনের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে বাংলাদেশ হাইকমিশন ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৩, বৃহস্পতিবার পালন করে মহান "শহীদ দিবস" ও "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।" মহান একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক আর বিদেশের মাটিতে এর তাৎপর্য তুলে ধরা এবং যথাযথ মর্যাদায় এ দিনটি পালন করার জন্য এই প্রথমবারের মত হাইকমিশন প্রাঙ্গনে নির্মিত হয় "শহীদ মিনার।"

একুশের প্রথম প্রহরে রাত ১২ঃ০১ মিনিটে মান্যবর হাইকমিশনার এর নেতৃত্বে হাইকমিশন পরিবার এবং প্রবাসী বাংলাদেশীরা 'প্রভাতফেরী' -তে অংশ নেয়। হাইকমিশনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলীস্বরূপ পুস্পস্তবক নিবেদন করা হয় এবং এর পরপরই ভাষার টানে উপস্থিত সকল সংগঠন এবং সাধারন মানুষের দেয়া ফুলে ফুলে শহীদ মিনার প্রাঙ্গনটি আলোকিত হয়ে উঠে। মহান একুশ পালনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের এই প্রয়াস প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে ছিল প্রশংসনীয় এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন ছিল লক্ষ্যনীয়।

ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় সকালে মান্যবর হাইকমিশনার-এর জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরনের মাধ্যমে। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বানী পাঠ করা হয়। বিকালের কর্মসূচীতে ছিল আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এবং জাতীয় জীবনে 'শহীদ দিবস' এর গুরুত্বকে প্রধান্য দিয়ে। এরই ধারাবাহিকতায় আলোকপাত করা হয় কিভাবে একুশে ফেব্রুয়ারী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করল তার প্রেক্ষাপটের উপর। সিডনী এবং ক্যানবেরা-র বক্তাগণ পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষনে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপনের গুরুত্ব এবং এলক্ষ্যে তাদের গঠনমূলক ও কার্যকরী মতামত প্রদান করেন। আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় Mother Languages Conservation (MLC) Movement International Inc (MLC MoV Int) -এর মাতৃভাষা সংরক্ষন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ এবং অষ্ট্রেলিয়ার ফেডারেল গভর্নমেন্ট এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনের প্রতি। অনুষ্ঠানে আগত ক্যানবেরায় অবস্থিত শ্রীলংকা এবং ভারত হাইকমিশনের মিশন প্রধান এবং অন্যান্য বিভিন্ন মিশনের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগনের উপস্থিতি এবং

বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষা সংরক্ষনে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' -এর গুরুত্বের উপর তাদের আলোচনা এ অনুষ্ঠানে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। সবশেষে মান্যবর হাইকমিশনার উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মহান ভাষা আন্দোলনের যে অনুরনন আমরা আজ সারাবিশ্বে দেখতে পাই সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি বাংলাভাষাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার পাশাপাশি আমাদের নতুন প্রজন্মকে বাংলার সাথে সম্পৃক্ত রেখে অষ্ট্রেলিয়ায় বিদ্যমান বহুজাতিক সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার প্রতি আহ্‌বান জানান।

নৈশভোজের পর একুশের কবিতা ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনার মাধ্যমে শুরু হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ 'মহান শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন -এর এ আয়োজন আনন্দের সাথে উপভোগ করে।